দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 07 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

124

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমীপে

১৯৮১-৮২ সেশনে ভর্তি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক চড়াই-উতরাই, ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে ১৯৮৬'র এপ্রিল মাসে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ লাভ করে। উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ করটিয়ার পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেওয়ায় এদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রায় এক বছরের বেশী সময় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস স্থগিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময় বাড়ীতে পরীক্ষার্থীদের নানা প্রতিকূল অবস্থায় লেখাপড়া চালাতে হয়েছে। পীরক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ নকল বা অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত। তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে কারণ দর্শাও নোটিশ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, অভিযুক্তদের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন, বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়। কারণ ৩ বছরের অনার্স শেষ করতে হয় প্রায় ৬ বছরে। অনুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি স্তর পার হতে দ্বিগুণ সময় পার হয়ে যায়। শেষে শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে যখন শিক্ষার্থীগণ বেড় হবেন তখন খুব কম ছেলেরই চাকরির বয়স থাকবে। তার উপর যদি অভিযুক্তদের ১ বছর বা ২ বছর অথবা তারও বেশী সময় শাস্তি হিসাবে পরীক্ষা দান হতে বিরত রাখা হয় তবে হয়তো বাধ্য হয়েই তাদের পড়ালেখা ছেড়ে দিতে হবে।

অনেক গরীব পিতা-মাতার আশার আলো সন্তানও অভিযুক্ত। অনেক কষ্ট করে ধার-কর্জ করে আশায় বুক বেঁধে হয়তো সন্তানকে অনার্স পড়িয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার জন্য যদি তাদের শাস্তি হিসেবে পরবর্তী অনার্স পরীক্ষাদান হতে বিরত রাখা হয় তবে হয়তো সংসারটি হয়ে উঠবে একটি নরকে। এই অবস্থায় বিরাট অংশের অভিযুক্ত এই সকল পরীক্ষার্থীরা এইচএসসি পাস করার পর ৫-৬ বছর অনার্স ক্লাসে পড়ালেখা করার পর যখন পরবর্তী পরীক্ষাদানের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে তখন তাদের সামনে পথ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। না পাবে চাকরি, না ধরতে পারবে হাল। এই অবস্থায় বর্তমান সময়ে সেশন পিছানো বছরের পর বছর পরীক্ষা স্থগিত প্রভৃতির কথা বিবেচনা করে শাস্তি বিধানের ব্যাপারটি গভীর চিন্তা করার জন্য সুবিবেচক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট জোর আবেদন জানাচ্ছি।

—হায়দার আলী খান
সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
করটিয়া-টাংগাইল